দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 2002
পৃষ্ঠা 4 কলাম ...

খুলনা পলিটেকনিকে শিক্ষকদের শোকজ এবং

খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকা ১১ জন শিক্ষককে শোকজ করার নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। আমাদের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় যদি অনুগ্রহ করে সামান্য অনুসন্ধানে ব্রতী হন, তবে দেখতে পারেন সরকারি কলেজগুলোতে শুধুমাত্র ক্লাসের সময়টুকু ছাড়া শিক্ষকদের কলেজ ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় না। আরও দেখতে পাবেন সরকারি কলেজগুলোর ৮০ থেকে ৯০ ভাগ শিক্ষকই ক্লাস না থাকলে কলেজেই যান না। এখানে কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার একটা তুলনা অনেকেই আনতে পারেন; কিন্তু আইন তো সবার জন্যই সমান আর আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় মানুষ সহজেই সংক্রমিত হচ্ছে এবং দ্রুত খারাপটাকেই উদাহরণ হিসেবে করায়ত্ব করছে।

সরকারি কলেজগুলোর এমন একটা অবস্থায় আপনার উপস্থিতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে? যেখানে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে শিক্ষকদের পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে আপনার বাণী শুনিয়ে জনগণের জন্য কি সুবিধা বয়ে আনতে চান? শিক্ষকদের শোকজ করা হয়েছে তাতে জনগণ খুশি; কিন্তু এ শোকজের উদ্দেশ্য কি?

শিক্ষক রাজনীতির প্রভাবে এ ১১ জন শিক্ষকের সিংহভাগই জাতীয়তাবাদী আদর্শের প্রতি আণুগত্য প্রকাশ করার ফলে কোন প্রকার দণ্ড পাবে না; বরং কর্তৃপক্ষের প্রতি আরও দাপট প্রকাশ করে শিক্ষা ব্যবস্থা অধঃপতন ত্বরান্বিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। ২/১ জন রাজনৈতিক দর্শনের কারণে খুলনা থেকে সিলেট বদলি হয়ে গিয়ে একই কাজ করবেন। এর ফলে মন্ত্রী মহোদয়ের ক্ষমতা ও শক্তি প্রকাশ পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদলীয়দের শিক্ষা দেয়া হবে; কিন্তু জনগণের কি লাভ হবে?

মন্ত্রী মহোদয় যদি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১১ জন শিক্ষককে শোকজ করে থাকেন তবে অনুগ্রহ করে প্রথমে সারাদেশের শিক্ষকদের শিক্ষায়তনে পাঠদান চলাকালীন পুরো সময়ের জন্য হাজিরা নিশ্চিত করার নির্দেশ জারি করুন। আমাদের শিক্ষকগণ কলেজ চলাকালীন পুরো সময়টা কলেজে থেকে নিজের পাঠ সম্পন্ন করবেন, যা উন্নত পাঠদানের জন্য জরুরি; পাঠানোর ব্যবহার করবেন এবং ছাত্রদের পাঠাগার ব্যবহারে উৎসাহিত করবেন, ছাত্রদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করবেন ইত্যাদি এমন শর্ত কাজে নিজেকে জাতির কাছে নিবেদন করতে পারেন।

মন্ত্রীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিতি জরুরি নয়, তার চেয়ে জরুরি ও আবশ্যক কলেজে পাঠদান চলাকালীন শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা।

এম. আর. খায়রুল উমাম
৮৯, বেজপাড়া, যশোর-৭৪০০